গুসকরা মহাবিদ্যালয়

(ন্যাক স্বীকৃত 'এ' শ্রেণীর স্নাতক স্তরের মহাবিদ্যালয়)

গুসকরা, বর্ধমান - ৭১৩১২৮, পঃ বঃ

নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গোপনে স্বদেশত্যাগ 'মহানিষ্ক্রমণ' বা 'Great Escape' নামে আমাদের কাছে সুপরিচিত। বস্তুতপক্ষে, তদানীন্তন ভারতবর্ষে নেতাজীর জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সুগভীর দেশাত্মবোধ ও বিপুল কর্মোদ্যম শাসক ইংরেজ সরকারকে অত্যন্ত নিরাপত্তাহীন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাই নেতাজীকে অবদমিত করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে বারে বারে কারারুদ্ধ করা হয়। বারংবার কারাবাসের ফলে শারীরিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটলে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে কারাবাস থেকে মুক্ত করলেও গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন কার্যত পঙ্গু করে রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাই অন্তরীণ বা গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারী রাতে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির কুমার বসুর সাহায্যে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে এক মৌলবীর ছদ্মবেশে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গোমো রেলস্টেশনে পৌঁছন। সেখান থেকে ট্রেনযাত্রায় লাহোর হয়ে পৌঁছন আফগানিস্তান। পেশোয়ারে বিমা কোম্পানীর এজেন্ট 'জিয়াউদ্দিন' ছদ্মনামে কিছুদিন থেকে তিনি কাবুল হয়ে মস্কোর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। মস্কো থেকে 'অরলান্দো ম্যাজোত্তা' ছদ্মনামে তিনি ইটালির রোম শহরে এসে পৌঁছন। রোম থেকে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে পৌঁছান এবং ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস্ ইংরেজ শাসকদের স্তম্ভিত করে জার্মান রেডিওয় সুভাষচন্দ্রের সেদেশে এসে উপস্থিত হওয়ার কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। অতঃপর হিটলারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনযোগে জার্মানী থেকে জাপানে এসে উপস্থিত হন। ক্রমে তিনি জাপান থেকে আসেন সিঙ্গাপুর ও মালয়। জাপান সরকারের অপরিমেয় সাহচর্য ও আনুকূল্যে সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' পুনর্গঠন করেন ও বিপুল বিক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন। ইতিহাসের অতল গভীরে অবগাহন না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের ঘটনা আমরা চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করব ও প্রণাম জানাব জাতীয় বীর শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

[নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সমিতি, গুসকরা মহাবিদ্যালয় (নোডাল কলেজ, বর্ধমান জেলা), গুসকরা, বর্ধমান কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত।]